বিবেক-জীবন, ফেব্রুয়ারী ২০০৮

সম্পাদকীয়

''হেলাতে রতন হারায়ো না''

কাল প্রবহমান । তার আদি অন্তের বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না । তবে আমাদের জীবনের নিরিখে তার শুরু আর শেষ তো আছেই - শুরু আর শেষের ফারাকও খুব বেশী নয় । প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কবি ভর্তৃহরি সুন্দর বলেছেন, ''কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ'' - সময় চলে যায় না, আমরাই চলে যাই । আনন্দের শৈশব থেকে প্রাণময় যৌবন, তারপর প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য - দেখতে দেখতে জীবন কেটে যায় - ''আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রীঃ''। সময়ের প্রবাহ কিন্তু চলতেই থাকে । কোটি কোটি উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ এমনভাবে আসছে আর যাচ্ছে । প্রতি মুহূর্তের জগৎজোড়া জন্ম-পরিবর্তন-মৃত্যুর দৃশ্য কল্পনালোকে এক ঝলকে দেখতে পেলে কেমন অবাক হতে হয় ! কত শতকোটি ছায়াপথের এক একটিতে কত শতকোটি নক্ষত্রকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান কত গ্রহ আছে, তার অল্পই আজ আমাদের জানা । এখনও পর্যন্ত প্রাণের সন্ধান মেলে নি আর কোথাও । আকাশগঙ্গার নগন্য এই গ্রহের স্থলে জলে বিশাল এ জীবনস্রোত কিসের লক্ষ্যে অবিরাম বয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে ? মানুষই পারে এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে বের করে আপাত নিরর্থক আসা-যাওয়ার স্রোতে অর্থ এনে দিতে । তা নিয়ে ভাবার, নিজের মনে সমগ্র চিত্রটি ফুটিয়ে তুলে বিস্ময়ে অভিভূত হবার ক্ষমতা শুধু মানুষেরই আছে । বিবর্তনের পথে মস্তিষ্কের উন্নতি মানুষকে অন্যান্য সকল প্রাণীর থেকে অনেক পৃথক করেছে । চর্মচক্ষে সে যেটুকু দেখে, মানুষেরই উদ্ভাবিত যন্ত্র সহায়ে তার চেয়ে বেশী দেখে, যদিও এরও সীমা আছে । মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারলে কিন্তু সেই দৃষ্টি প্রসারিত হতে হতে অসীমের পথে পাড়ি দিতে পারে । তখন সে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে - সময়ের হিসাবে সীমিত এই জীবনেই রয়েছে অসীমের প্রকাশের সম্ভাবনা । রবীন্দ্রনাথের গান আছে :

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর -
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ।।

অবশ্য মস্তিষ্কের উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে জীবনের মানে বোঝা আর তাকে সার্থকতার পথে চালিত করা শক্ত কাজ । অধিকাংশ মানুষের জীবন প্রায় অন্যান্য প্রাণীর মতই প্রকৃতির নিয়মে চালিত হয়, ক্ষুদ্র গন্ডীর মাঝে আবদ্ধ হয়ে ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়ার আবর্তে ডুবে থাকে, ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়, এমনি হতে হতে একদিন ফুরিয়ে যায় । ঐ ক্ষুদ্র গন্ডীর বাইরে তাদের দৃষ্টি কখনো যায় না, যেতে চায়ও না । এ থেকে বেরিয়ে এসে এই স্বল্পক্ষণের জীবনকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন যথাসময়ে যথাযথ প্রচেষ্টা । ভর্তৃহরির কথায়: আহার, নিদ্রা, ভয় আর বংশবৃদ্ধির প্রবণতায় পশু ও মানুষে ভেদ নেই । পশুর সঙ্গে মানুষের এখানেই পার্থক্য ঘটানো সম্ভব - মানুষ প্রকৃতির দেওয়া গন্ডীকে ক্রমশঃ অতিক্রম করতে পারে, নিজেকে প্রসারিত করতে পারে । এর নাম ধর্ম, আর এটিই মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা চেষ্টা করে লাভ করতে হয়; না করলে মানবজীবন পশুতুল্য থেকে যায় :

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্ণরাণাম্ ।
একো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ।।

অনেকেরই ধারণা - ধর্মটা বুড়ো বয়েসের জিনিস । ধর্ম মানে পূজার্চনা নয়, হিন্দুধর্ম ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্ম নয়, ধর্ম হচ্ছে যা ধারণ করে, মানে - রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে । সাধারণভাবে যাকে ধর্ম বলা হয়, তা করে কজনের কি লাভ হয়েছে, তা খোঁজ করলে কি ফলাফল পাওয়া যাবে ? তা করে ঈশ্বরলাভ কজন করেছেন - তার পরিসংখ্যান কি শূন্যের কাছাকাছি দাঁড়াবে না ? ধর্ম কি তা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মব্যাধের গল্প বলেছেন । মহাভারতে গল্পটি বিস্তৃত আছে । জাজলি মুনিকে ধর্মব্যাধ

বলছেন :

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যম্ সর্বেষাং চ হিতে রতঃ ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে ।।

- যে সর্বদা সকলের বন্ধু এবং চিন্তায় কথায় ও কাজে সর্বদা সকলের হিতসাধনের চেষ্টা করে, সেই যথার্থ ধর্ম জানে ।

যথার্থ ধর্ম অল্প বয়সেই বেশী দরকার, কেননা তখনই তাকে কাজে লাগালে জীবন উন্নত হবে। ভিত তৈরী হয়ে গেলে কাজটি বাকী জীবনেও করে যাওয়া যায় । তা না হলে বেশী বয়সে আর বেশী কিছু করবার শক্তি থাকে না, ফলে জীবন সার্থক করা হয়ে ওঠে না । যোগবাশিষ্ঠ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদ্ অনিত্যং খলু জীবিতম্ ।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি ।।

- জীবন এই আছে, এই নেই ; কে জানে কার আজই মৃত্যু হবে ? তাই যুবাকালেই জীবনগঠনে তৎপর হবে। একে ধর্মশীল হওয়া বলে । এ না হলে মানবজীবনের বিশাল সম্ভাবনা কোনো কাজে আসবে না, অন্যান্য জীবের মতোই জীবন কেটে যাবে । আর তেমন হলে মানবসমাজও পশুদলের মতোই থাকবে । এরকম পরিস্থিতি কাম্য নয় বলেই আজ স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান শোনা খুব দরকার ।

স্বামীজী যুবকদের আহ্বান করে বললেন, ''তোমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারণ করবার এটিই প্রকৃষ্ট সময় - যখন তোমাদের ভেতর যৌবনের তেজ রয়েছে, যখন তোমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে হয়ে প্রায় নির্বাপিত হয়ে আসে নি, পরন্তু যখন তোমাদের তারুণ্য সতেজভাব ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর । কাজে লাগো - এ-ই উপযুক্ত সময় ; কেননা সবচেয়ে সতেজ, অস্পৃষ্ট ও অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করা চলে আর তিনি তা গ্রহণ করেন । অতএব, নিজেদের জাগাও, কারণ জীবন ক্ষণস্থায়ী।''

নানা প্রসঙ্গে বার্তালাপের মধ্যেও একথা বারবার স্মরণ করিয়েছেন স্বামীজী : ''লেগে যা, কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা । নতুবা গাছপাথরও তো হচ্ছে মরছে - ঐরূপ জন্মাতে মরতে মানুষের কখনো ইচ্ছা হয় কি ? ... তোর আমার মতো কীট হচ্ছে মরছে । তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে ? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা । মরে তো যাবিই ; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল । ... লেগে যা - লেগে যা। দেরি করিসনি - মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে । পরে করবি বলে আর বসে থাকিসনি - তাহলে কিছুই হবে না ।''